দৈনিক বাংলা

০৩ NOV ১৯৮৪

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডাকসু ছাত্র নেতাদের সাক্ষাৎ

ছাত্র সমস্যা সমাধানে সব ব্যবস্থা নেয়া হবে : এরশাদ

গতকাল বিকেলে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের কমিটি কক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচিত কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁরা তাঁদের শিক্ষাগত সমস্যাবলী প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন। এসব সমস্যাবলী সমাধান সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাদের ফলপ্রদ আলোচনা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর।

প্রেসিডেন্ট এসব সমস্যার সমাধানে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু কিছু

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র সমস্যা সমাধানে

প্রথম পৃঃ পর

সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দেন যে, পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

এর আগে এ উপলক্ষে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন যে ছাত্ররা হলো জাতির ভবিষ্যত এবং তারা যদি নিজেদেরকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারে তাহলে দেশের ভিত শক্তিশালী হবে ও একই সঙ্গে অর্থনীতিও আরো জোরদার হবে এবং জাতীয় ভাবমূর্তিও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, অতীত থেকে ক্যাম্পাসসমূহে আমরা যেসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আসছি, আমাদের জন্য সে সব হতাশাজনক। তিনি বলেন, সেশন জট ও ক্যাম্পাস সমূহে সহিংসতার ফলে শুধুমাত্র ছাত্ররা নয়, অভিভাবকগণ ও তরুণ সমাজ হতাশা গ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সে সময়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, সে সময়ে ক্লাস নিয়মিত বসত ও পরীক্ষাও যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি, এ প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমরা যদি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারি, তাহলে আমাদের সকল উদ্যোগ,-প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই উদ্যোগ প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে বিশ্ববাসীকে আমরা বলতে পারি যে আমরা একটি শিক্ষিত জাতি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবই শিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে হতাশা সৃষ্টির কারণ।

তিনি উল্লেখ করেন যে বেসরকারী সেক্টরই মূলতঃ বৃহত্তর পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করলেও তাদের ব্যাপক পর্যায়ে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে বর্তমানে সরকারই কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস। খবর বাসসর।

তিনি বলেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার দেশকে শিল্পায়িত করার উদ্যোগ প্রচেষ্টায় বিদেশী বিনিয়োগকারী ও বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করছে। তবে তিনি একথাও বলেন যে আমরা পুঁজি বিনিয়োগের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে উক্ত লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হবে না।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঘনঘন হরতাল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গোলযোগ সৃষ্টি দেশের শিল্পায়নকে বিঘ্নিত করবে। তিনি বলেন এর ফলে প্রয়োজনীয় হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধাও বাড়ছে না।

শিক্ষা সচিব জনাব হেদায়েত আহমদ এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।